পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে 'Behaviour, Ethics and Mindset' বিষয়ক বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তিকরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র জনতার দীর্ঘ আন্দোলন ও ত্যাগের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা রাষ্ট্র সংস্কার ও উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগও প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে। সকল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করে পাওয়া নানামুখী সংস্কার প্রস্তাবনার উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংস্কারের পথ নির্দেশিকা ২০২৫-২০২৬ পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

সালমা পারভীন
যুগ্ম সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রস্তুতের মাধ্যমে সরকারি নীতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জনশুমারি, কৃষি শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক জরিপ পরিচালনা করে। এসব জরিপ ও শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য নীতিনির্ধারক, গবেষক, উন্নয়ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার জন্য অপরিহার্য।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে একটি গণমুখী, জবাবদিহিমূলক, জনকল্যাণকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ট্যাবলেটভিত্তিক ডেটা সংগ্রহ (CAPI), ওপেন ডেটা পোর্টাল, GIS ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি। এছাড়া, তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ব্যবহারকারী-বান্ধব ডেটা অ্যাক্সেস, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময়ের কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে SID দেশের নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকর, সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অভ্যন্তরীণ চিত্র:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি)-এর আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিবিএস জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে থাকে। বিবিএস-এর কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত জনবল কাঠামো থাকায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যা পরিসংখ্যানের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব আইটি অবকাঠামো ও সার্ভার সুবিধা থাকার ফলে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সহজ হয়, যা নীতিনির্ধারণে সহায়ক, সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

তবে, মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতির ফলে ডাটা সংগ্রহ, রিয়েল-টাইম ডাটা বিশ্লেষণ ও প্রকাশের সীমাবদ্ধতা থাকায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। ডেটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এর জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থায়ীভাবে জেলা এবং উপজেলা ডাটা সেন্টার নামে অফিসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হলে কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে।

বাহ্যিক চিত্র:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের (এসআইডি) একদিকে রয়েছে বিস্তৃত সুযোগ, অন্যদিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও বিদ্যমান। এআই, মেশিন লার্নিং ও বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য বিশ্লেষণকে আরও কার্যকর ও সময়োপযোগী করতে পারে। সরকারি পরিকল্পনায় এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান তথ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে, যা বিভাগের ভূমিকা ও গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে। এ উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক মানের পরিসংখ্যান কাঠামো ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে।

অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে উত্তরদাতার অনীহা ও অবিশ্বাস, যা তথ্যের মানকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও নতুন পদ্ধতিতে দ্রুত অভিযোজন না করতে পারায় তথ্যের গুণগতমান হ্রাস করতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারি জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য সংগ্রহ ও জরিপ কার্যক্রম ব্যাহত

হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গেও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে না পারলে তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করতে পারে। ডেটা গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জও একটি বড় হুমকি।

সার্বিকভাবে, SID-এর সামনে প্রযুক্তি ও নীতি-ভিত্তিক উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে, তবে তথ্যের বিশ্বাযোগ্যতা, নিরাপত্তা ও প্রযুক্তিগত অভিযোজনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করাই বাস্তব সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। সরকারি সমর্থন, অভিজ্ঞতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাশাপাশি অবকাঠামোগত দুর্বলতা, জনবল সমস্যা ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে ঢেলে সাজানো সম্ভব।

১. প্রাক্টিস রিফর্ম

১.১ নিডবেইজ (চাহিদা ভিত্তিক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাধারণত একক ধাঁচে ও বার্ষিক রুটিন অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যেখানে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব প্রয়োজন প্রতিফলিত কম হয়। আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার জন্য চাহিদাভিত্তিক (Need-Based) প্রশিক্ষণ চালু করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

প্রতিটি ইউনিট ও কর্মকর্তার কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

প্রশিক্ষণের মান, প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তব প্রয়োগ বাড়বে; দক্ষতাসম্পন্ন জনবল গড়ে উঠবে এবং সরকারি সেবার গুণগত মান উন্নত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে নভেম্বর ২০২৫।

সূচক:

চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সেবার মান বৃদ্ধি।

১.২ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান, তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্লেষণ বিষয়ক উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সীমিত। SID ও BBS-এর কার্যক্রমে ইন্টার্নশিপ চালু হলে একদিকে তরুণদের দক্ষতা বাড়বে, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জনবল প্রস্তুতের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে চালু হয়েছে। তবে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা কম এবং স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ ছিলো। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩-৬ মাস করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিসংখ্যানবিদ ও তথ্য বিশ্লেষক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

তরুণদের দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়বে। ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবল তৈরি হবে।

বাস্তবায়নকারী:

প্রশাসন-৩ অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জুন ২০২৬।

সূচক:

ইন্টার্নশিপ চালু, তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন, ভবিষ্যৎ মানবসম্পদ গঠনে প্রস্তুতি।

১.৩ কর্মচারীদের তথ্য PIMS-এ অন্তর্ভুক্তিকরণ এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ এখনো অনেক ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বা বিক্ষিপ্তভাবে আলাদা আলাদা ফাইলে সংরক্ষিত হয়। ফলে বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ বা অবসর সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি হয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

একটি একীভূত ডিজিটাল PIMS-এ সকল তথ্য সংযুক্ত করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহনে বিলম্ব ও জটিলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতি আসবে; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে; এবং সময় ও কাগজের অপচয় কম হবে।

বাস্তবায়নকারী:

আইসিটি শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

পাইলটিং কার্যক্রম:

প্রশাসন উইং এ কর্মরত কর্মচারীদের PIMS-এ অন্তর্ভুক্ত সমাপ্তকরণ।

সহযোগীতায়:

(প্রশাসন-৩) অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে নভেম্বর ২০২৫।

সূচক:

কর্মচারীর তথ্য ডিজিটাল সংরক্ষণ, PIMS এ অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত মাইক্রোডাটা সর্বসাধারণের বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্তকরণ

প্রেক্ষাপট:

বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের মাইক্রোডাটা বিবিএস-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে। জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, গবেষকগণ এসব মাইক্রোডাটা নিয়ে অধিকতর গবেষণা করতে হলে নির্দিষ্ট হারে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে তা ক্রয় করতে হয়। এতে করে বিবিএস-এর উপাত্ত ব্যবহারের পরিধি যেমন সংকীর্ণ হয় অন্যদিকে উপাত্ত উন্মুক্ত না থাকায় বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানের উপর আস্থার সংকট তৈরী হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

Public Goods হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যানের মাইক্রোডাটা উন্মুক্ত করা হলে, গবেষকগণ উক্ত ডাটা ব্যবহার করলে দেশে গবেষণার ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

এতে নতুন নতুন উদ্ভাবনী এবং পলিসি মেসেজ পাওয়া যাবে: সরকারি পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নে যা সহায়ক হবে।

বাস্তবায়নকারী:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সহযোগিতায়:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

মাইক্রোডাটা উন্মুক্তকরণ, গবেষণায় সহায়তা, নীতিনির্ধারণে তথ্যের ব্যবহার।

২.২ সিটিজেন ফিডব্যাক সিস্টেমের উন্নয়ন

প্রেক্ষাপট:

সিটিজেন ফিডব্যাক ব্যবস্থা উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা নাগরিকদের মতামত পরামর্শ এবং অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যক্রম উন্নত করতে সহায়ক।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সেবা গ্রহণকারী নাগরিকদের অভিজ্ঞতা জানার জন্য সহজ ফিডব্যাক প্ল্যাটফর্ম চালু করা। ফিডব্যাক সংগ্রহের মাধ্যম হতে পারে SMS, অনলাইন ফর্ম, কল বা মোবাইল অ্যাপ।

সংস্কারের ফলাফল:

ফিডব্যাক বিশ্লেষণ করে সেবার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী:

আইসিটি অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং কম্পিউটার উইং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে নভেম্বর ২০২৫।

সূচক:

সিটিজেন ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হবে।

২.৩ ওয়ান-স্টপ সেবা কেন্দ্র চালু

প্রেক্ষাপট:

ওয়ান স্টপ সেবা চালু করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা নাগরিকদের এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য দ্রুত সহজ এবং দক্ষ সেবা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

একাধিক সেবা এক জায়গা থেকে গ্রহণ করার জন্য একটি ওয়ান স্টপ সেবা চালু করা, যেখানে ব্যবহারকারীরা ডেটা অনুরোধ, অভিযোগ দাখিল, ট্র্যাকিং, পেমেন্ট ইত্যাদি করতে পারবেন।

সংস্কারের ফলাফল:

এটি ব্যবহারকারীর সময় ও শ্রম বাঁচাবে এবং সেবার স্বচ্ছতা বাড়াবে।

বাস্তবায়নকারী:

আইসিটি অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং কম্পিউটার উইং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

ওয়ান-স্টপ সেবা কেন্দ্র চালু, দ্রুত ও সহজ সেবা, নাগরিক সন্তুষ্টি।

২.৪ ডিজিটাল সার্ভিস পোর্টালের সম্প্রসারণ

প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে বাংলাদেশের ডিজিটাল সার্ভিস পোর্টাল বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করছে। তবে সরকারি সেবা এখনো অনেক ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি প্রদান করা হয়।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বর্তমানে বিদ্যমান ডিজিটাল সার্ভিস পোর্টাল (যেমন: SID & BBS-এর ওয়েবসাইট) শুধু কিছু নির্দিষ্ট সেবা দেয়। নতুন একটি পোর্টালের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা আরও অধিক সংখ্যক সেবা যেমন: অনলাইন ডেটা রিকোয়েস্ট, বিভিন্ন ফর্মেটে ডাটা সংগ্রহ, সার্টিফিকেট যাচাই, ডেটাসেট ডাউনলোড ইত্যাদি সেবা পাবেন।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল সার্ভিস পোর্টাল এর সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে সরকারি সেবা গুলোকে একত্রিত করে স্বচ্ছ, দ্রুত ও সহজে নাগরিকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

বাস্তবায়নকারী:

কম্পিউটার উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

ডিজিটাল সার্ভিস পোর্টাল সম্প্রসারণ, একক প্ল্যাটফর্মে দ্রুত ও সহজ সেবা।

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ বিবিএস- এর জন্য বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি প্রতিষ্ঠা

প্রেক্ষাপট:

বিবিএস একটি সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ও বিশেষায়িত সংস্থা। এ সংস্থার প্রতিটি পরিসংখ্যানিক কার্যক্রমের জন্য চাকরির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বিবিএস-এর জন্য বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বিশেষায়িত ও স্বতন্ত্র পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাসমূহে (বিবিএস সহ অন্যান্য পরিসংখ্যান প্রণয়ন সংস্থাসমূহ) কর্মরত জনবলকে দক্ষ ও যুগোপযোগী পেশাদার কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, সময়োচিত ও গ্রহণযোগ্য সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন সুনিশ্চিত হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

মানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, সময়োচিত ও গ্রহণযোগ্য সরকারি পরিসংখ্যান প্রণয়ন সুনিশ্চিত হবে।

পাইলট প্রজেক্ট:

একাডেমির জন্য জমি অধিগ্রহণ জুন ২০২৬।

বাস্তবায়নকারী:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ।

সহযোগিতায়:

বিবিএস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জুন ২০২৬।

সূচক:

বিবিএস-এর জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

৩.২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ (খসড়া)

প্রেক্ষাপট:

বিবিএস-কে সুসংহত, লক্ষ্যভিত্তিক, সমৃদ্ধ ও সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে যুগের চাহিদার সাথে মিল রেখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ করা হলে যুগের চাহিদার সাথে মিল রেখে যথাযথভাবে ও অধিকতর পরিধিতে পরিসংখ্যান প্রণয়ন করতে পারবে।

সংস্কারের ফলাফল:

তথ্য উৎপাদন গুনগতমান, গতি ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি পাবে।

বাস্তবায়নকারী:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সহযোগিতায়:

বিবিএস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ, দক্ষতা বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ চাহিদার সাথে সংগতি।

৩.৩ বিশেষায়িত গবেষণা সেল গঠন

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সেল না থাকায় নীতিনির্ধারণে তথ্য অপ্রতুলতা দেখা যায় ।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

গবেষণা সেল গঠন করে নীতিনির্ধারণে সহায়ক তথ্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

পাইলট কার্যক্রম:

গবেষণা সেলের কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা।

বাস্তবায়নকারী:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সহযোগিতায়:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সূচক:

গবেষণা সংখ্যা, নীতিনির্ধারণে ব্যবহার।

৩.৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভাগীয়/জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী অফিস নির্মাণ

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভাগ, জেলা ও অনেক উপজেলা পর্যায়ের অফিস এখনো ভাড়া করা ভবনে অবস্থান করছে। এতে করে অফিস কার্যক্রমে জায়গার সংকট, নিরাপত্তার ঘাটতি ও ডকুমেন্ট সংরক্ষণের সমস্যা দেখা দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি ও নাগরিকদের কাছে সেবা পৌঁছানোয় বিঘ্ন ঘটে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভাগীয়/জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে স্থায়ী অফিস নির্মাণ করা প্রয়োজন।

সংস্কারের ফলাফল:

সেবা প্রদান আরও দ্রুত ও সহজলভ্য হবে।

পাইলট প্রজেক্ট:

যেকোনো একটি বিভাগে স্থায়ী অফিস নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ

বাস্তবায়নকারী:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সহযোগিতায়:

বিবিএস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ ।

সূচক:

বিভাগীয়/জেলা/ উপজেলায় স্থায়ী অফিস নির্মাণ, সেবা সম্প্রসারণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ সংশোধন (খসড়া)

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রণীত বিদ্যমান আইন (যেমনঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩) সময়ের চাহিদার তুলনায় অনেকাংশেই অপর্যাপ্ত। তথ্যপ্রযুক্তি, ওপেন ডেটা, গোপনীয়তা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আইনটি আধুনিকায়ন করা জরুরি।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রণীত বিদ্যমান আইন (যেমনঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩) সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে সংশোধন করা প্রয়োজন।

সংস্কারের ফলাফল:

বিবিএস এর সংস্কারে অন্যতম পূর্বশর্ত 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' এর সংশোধন। আইন সংশোধনের মাধ্যমে বিবিএসকে একটি জাতীয় স্বতন্ত্র পরিসংখ্যানিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী:

আইন অধিশাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সহযোগিতায়:

বিবিএস, আইন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ ।

সূচক:

আইন সংশোধন(খসড়া), বিবিএস-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪.২ পরিসংখ্যান প্রস্তুত, প্রকাশ ও সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' অনুযায়ী গঠিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ। এ লক্ষ্যে বিশ্বের অপরাপর দেশের ন্যায় সামগ্রিক পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম অর্থাৎ পরিসংখ্যান প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্তকরণ অপরিহার্য। এর ফলে উপাত্তের গুণগতমান নিশ্চিতের পাশাপাশি নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে সেক্টরভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দিকনির্দেশনায় সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের 'পরিসংখ্যান প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন |

সংস্কারের ফলাফল:

তথ্য সংরক্ষণে গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে, পরিসংখ্যান তথ্য দ্রুত এবং সঠিকভাবে প্রকাশিত হবে এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

বাস্তবায়নকারী:

আইন অধিশাখা শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

সহযোগিতায়:

বিবিএস, আইন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা, দ্রুত প্রকাশ, সংরক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন।

৪.৩ জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দেশের সকল জনসংখ্যার একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করার দায়িত্ব বিবিএস-এর ওপর ন্যস্ত।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (এনপিআর) প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ করা হলে দেশের সকল বয়সী মানুষের সমন্বিত ডাটাবেইজ প্রণীত হবে। ফলে, সকল ধরনের সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানে সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

সংস্কারের ফলাফল:

জাতীয় পরিকল্পনা, সেবা বিতরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পর্যায়ের তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হবে।

পাইলট প্রজেক্ট:

পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যে কোনো ইউনিয়নে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বা এনপিআর প্রণয়ন করা হবে পরবর্তীতে হালনাগাদ করা হবে।

বাস্তবায়নকারী:

বিবিএস।

সহযোগিতায়:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

এনপিআর প্রণয়ন , একক জনসংখ্যা ডাটাবেইজ, সেবায় তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা।

৪.৪ জাতীয় উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) হালনাগাদ

প্রেক্ষাপট:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-কর্তৃক প্রণীত জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS) এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণপূর্বক যথাসময়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করা।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে প্রথম দশ বছর মেয়াদে এনএসডিএস প্রণয়ন করা হয় ২০১৩ সালে যার মেয়াদ জুন ২০২৩ এ শেষ হয়। 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩'-এর ৬(ছ) ধারায় জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস) প্রবর্তন ও সময় সময় হালনাগাদ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। পরিসংখ্যানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং এসডিজি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণে বিদ্যমান কৌশলপত্রটি পরিবর্তন, পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা অপরিহার্য।

সংস্কারের ফলাফল:

পরিসংখ্যান ব্যবস্থা/পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিসংখ্যানের গুণগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি; জাতীয় আয় (জিডিপি, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি) নিরূপণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং তথ্যভান্ডার ও নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী:

বিবিএস।

সহযোগিতায়:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

বাস্তবায়ন সময়কাল:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫।

সূচক:

NSDS বাস্তবায়ন, সক্ষমতা ও মানোন্নয়ন।

অন্যান্য উদ্যোগ সমূহ

১. তথ্য ব্যবস্থাপনায় আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নীতিমালা

২. স্বয়ংক্রিয় ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন

৩. অনলাইন পেমেন্ট ও ফি ব্যবস্থাপনা

৪. স্মার্ট টাইমার ও সেন্সর-নির্ভর অফিস অটোমেশন:

৫. তথ্য সংগ্রহের ফিল্ডকর্মীদের স্কোরিং

৬. ডেটা ভ্যালিডেশন অ্যালগরিদম প্রবর্তন।

পাইলট উদ্যোগ: (অক্টোবর ২০২৫ নভেম্বর ২০২৫)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে ‘Behaviour, Ethics and Mindset’ বিষয়ক বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তিকরণ

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (সমস্যার কারণ ও ফলাফল):

বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ নীতিগত, পেশাগত এবং জনস্বার্থমুখী হওয়া প্রয়োজন। এটি শুধু প্রশাসনিক দক্ষতা নয়, বরং নাগরিক আস্থা বজায় রাখা ও উন্নত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্যও জরুরি। সরকারি কর্মকর্তাদের নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মেনে চলা দরকার।

সরকারি সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকা।
ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।
দুর্নীতি, ঘুষ বা অবৈধ সুবিধা গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।
ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, লিঙ্গ বা আর্থসামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে বৈষম্য না করা।
সরকারি নীতি ও আইন মেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া, যাতে সবাই সমান সুযোগ পায়।
সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন।
সহকর্মী, অধীনস্থ ও ঊর্ধ্বতনদের সাথে সম্মানজনক যোগাযোগ
কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং জনসাধারণের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকা।

কিন্তু বাস্তবে সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক কর্মকর্তা প্রত্যাশিত আচরণ করেন না। অনেক ক্ষেত্রে আইন ও নীতি না মেনে কাজ করার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বচ্ছতা দেখা দেয়। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা প্রভাবের কারনে পক্ষপাত মূলক আচরণ করে থাকেন।

ফলাফল: জনসেবায় আস্থা ও সুনাম ক্ষুন্ন হয়।
সেবাপ্রদানে বিলম্ব ও মানহানি ঘটে।
প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়া এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা:

সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণগত ও নৈতিক মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য Behaviour, Ethics & Mindset বিষয়ক বিষয়াবলি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পেশাগত সততা, দায়িত্বশীল মনোভাব উন্নত করা সম্ভব।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

পেশাগত মান বজায় রাখা
নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি
জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন
চ্যালেঞ্জ ও চাপ মোকাবিলা
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও আইন মেনে চলা

এই প্রশিক্ষণ অফিসারদের শৃঙ্খলাবদ্ধ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তোলে, যারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে, জনগণের আস্থা বজায় রাখতে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

SWOT বিশ্লেষণ:

শক্তি (Strengths)

নৈতিক মান উন্নয়ন: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে সততা, স্বচ্ছতা ও নৈতিক আচরণ বৃদ্ধি পাবে।

সংগঠনের ইমেজ উন্নয়ন: নৈতিক মান বজায় রাখলে প্রতিষ্ঠান সমাজ ও গ্রাহকের চোখে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করবে।

কর্মীদের মানসিকতা পরিবর্তন: ইতিবাচক ও গ্রাহকবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে।

দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব: নীতি-নৈতিকতার চর্চা প্রতিষ্ঠানের জন্য টেকসই উন্নয়নের পথ তৈরি করে।

সুযোগ (Opportunities)

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য: বিশ্বব্যাপী নৈতিকতা ও সুশাসনের মান বজায় রাখতে সহায়ক।

কর্মীদের পেশাগত উন্নয়ন: কর্মীরা ব্যক্তিগত জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে উন্নত দক্ষতা অর্জন করবে।

সেবা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি: নৈতিক ও ইতিবাচক মনোভাব গ্রাহককে সন্তুষ্ট রাখবে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়াবে।

দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা: সঠিক মনোভাব গড়ে তুললে দুর্নীতি ও অনৈতিক কার্যকলাপ কমানো সম্ভব।

দুর্বলতা (Weaknesses)

খরচ ও সময় ব্যয়: প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে আর্থিক খরচ ও সময় প্রয়োজন, যা কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

সবার সমান আগ্রহের অভাব: কিছু কর্মী হয়তো প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে না।

তাৎক্ষণিক ফলাফল না পাওয়া: এ ধরনের প্রশিক্ষণের প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, ফলে দ্রুত ফলাফল প্রত্যাশী কর্তৃপক্ষ হতাশ হতে পারে।

সংগঠনের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হতে পারে।

হুমকি (Threats)

অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: কর্মীরা যদি প্রশিক্ষণকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মনে করে, তাহলে কার্যকারিতা কমে যাবে।

বাস্তব প্রয়োগের অভাব: প্রশিক্ষণে শেখা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ না করলে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আসবে না।

পরিবেশগত ও সাংগঠনিক চাপ: চাপের কারণে কর্মীরা শেখা নৈতিকতা ভুলে গিয়ে আগের অভ্যাসে ফিরে যেতে পারে।

প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের উদাসীনতা: অন্য প্রতিষ্ঠান যদি এ ধরনের প্রশিক্ষণ না নেয়, তবে নিজেদের অগ্রাধিকার হিসেবে এটিকে দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে 'Behaviour, Ethics and Mindset' বিষয়ক বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ। কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চার সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে?

অক্টোবর ২০২৫ নভেম্বর ২০২৫ ।

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?

৩০ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পেশাগত সততা, দায়িত্বশীল মনোভাব উন্নত হবে ।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

সচিব (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ): পাইলট প্রজেক্টের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন।

উপসচিব প্রশাসন-৩ অধিশাখা: প্রশিক্ষনের নিমিত্ত মডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয়, প্রশিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ।

উপসচিব প্রশাসন-২ অধিশাখা: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।

কর্মকর্তা আইটি শাখা: অত্র প্রশিক্ষনে জন্য প্রয়োজনীয় আইটি সেবা প্রদান।

প্রশিক্ষক(Behaviour Ethics ও Positive Mindset বিশেষজ্ঞ): প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশিক্ষণার্থী: প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরণের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

অর্থনৈতিক রিসোর্স- প্রশিক্ষণসামগ্রী ক্রয়, প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকদের সম্মানীভাতা প্রদান ও অন্যান্য।

মানব সম্পদ- ট্রেনিং প্রদানের সহায়তা।

ফিজিক্যাল রিসোর্স- শ্রেণী কক্ষ প্রস্তুত, সাউন্ড সিস্টেম, কম্পিউটার ও ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।

সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময়	সমন্বয়ের বিষয়/ মন্তব্য
১.	প্রতিটি অনুবিভাগের প্রধানদের নিয়ে সভা /কর্মশালা	উপসচিব প্রশাসন ৩ অধিশাখা	০১(এক) সপ্তাহ	
২.	পাইলট প্রকল্পে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন	সচিব (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ)	০১(এক) সপ্তাহ	
৩.	প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, প্রশিক্ষণসামগ্রী ক্রয়, শ্রেণীকক্ষ প্রস্তুত	উপসচিব প্রশাসন-২, ৩, অধিশাখা	০২(দুই) সপ্তাহ	সততা বজায় রাখা: সিভিল সার্ভিসে নৈতিক আচরণ ও মানসিকতা, সরকারি সেবায় মূল্যবোধ, নিরপেক্ষতা ও সাহসী সিদ্ধান্ত, পেশাদারিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকারি সেবার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
৪.	স্পিকার সিলেকশন (Behavioral Ethics ও Positive Mindsetবিশেষজ্ঞ)	উপসচিব প্রশাসন ৩ অধিশাখা	০১(এক) সপ্তাহ	পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপর নির্ভর না করে বাস্তব অভিজ্ঞগতার ভিত্তিতে সেশন নেওয়ার জন্য স্পীকারদের অনুরোধ করা।
৫.	প্রশিক্ষণার্থী সিলেকশন(১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পরিসংখ্যান তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)	প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ	০১ (এক) সপ্তাহ	
৬	প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত	প্রশাসন অধিশাখা	০১ (এক) সপ্তাহ	▪ ইন-হাউস সেশন পরিচালনা ▪ গ্রুপ ডিসকাশন, কুইজ ও রোল প্লে
৭	প্রশিক্ষণার্থীদের ফিডব্যাক গ্রহণ ও মূল্যায়ন	প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ	০১ (এক) সপ্তাহ	স্কিল, নলেজ ও অ্যাটিটিউট এর মূল্যায়ন করা।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি মনিটরিং এবং টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

টেকসইকরণ কৌশল:

বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা

নৈতিক আচরণ ও ইতিবাচক মানসিকতা KPI-তে যুক্ত করা

প্রশিক্ষণোত্তর মেন্টরিং সেশন

সেরা নৈতিক আচরণকারী কর্মীর জন্য পুরস্কার প্রদান

ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মে রেকর্ডেড সেশন রাখা

মনিটরিং কৌশল:

KPI নির্ধারণ: প্রশিক্ষণার্থীর উপস্থিতি হার, জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নতির স্কোর, প্রশিক্ষণোত্তর আচরণগত পরিবর্তনের প্রমাণ

রিয়েল-টাইম মনিটরি: প্রশিক্ষণ চলাকালীন অনলাইন ড্যাশবোর্ডে অগ্রগতি ট্র্যাকিং প্রশিক্ষণ শেষে ফিডব্যাক সার্ভে

Post-Training Follow-up: ৩ ও ৬ মাস পর মূল্যায়ন করে শেখা দক্ষতা বাস্তব কাজে প্রয়োগ হয়েছে কিনা যাচাই

Data-driven উন্নয়ন: সংগৃহীত ডেটা ও ফিডব্যাক বিশ্লেষণ করে প্রশিক্ষণ মডিউল হালনাগাদ।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

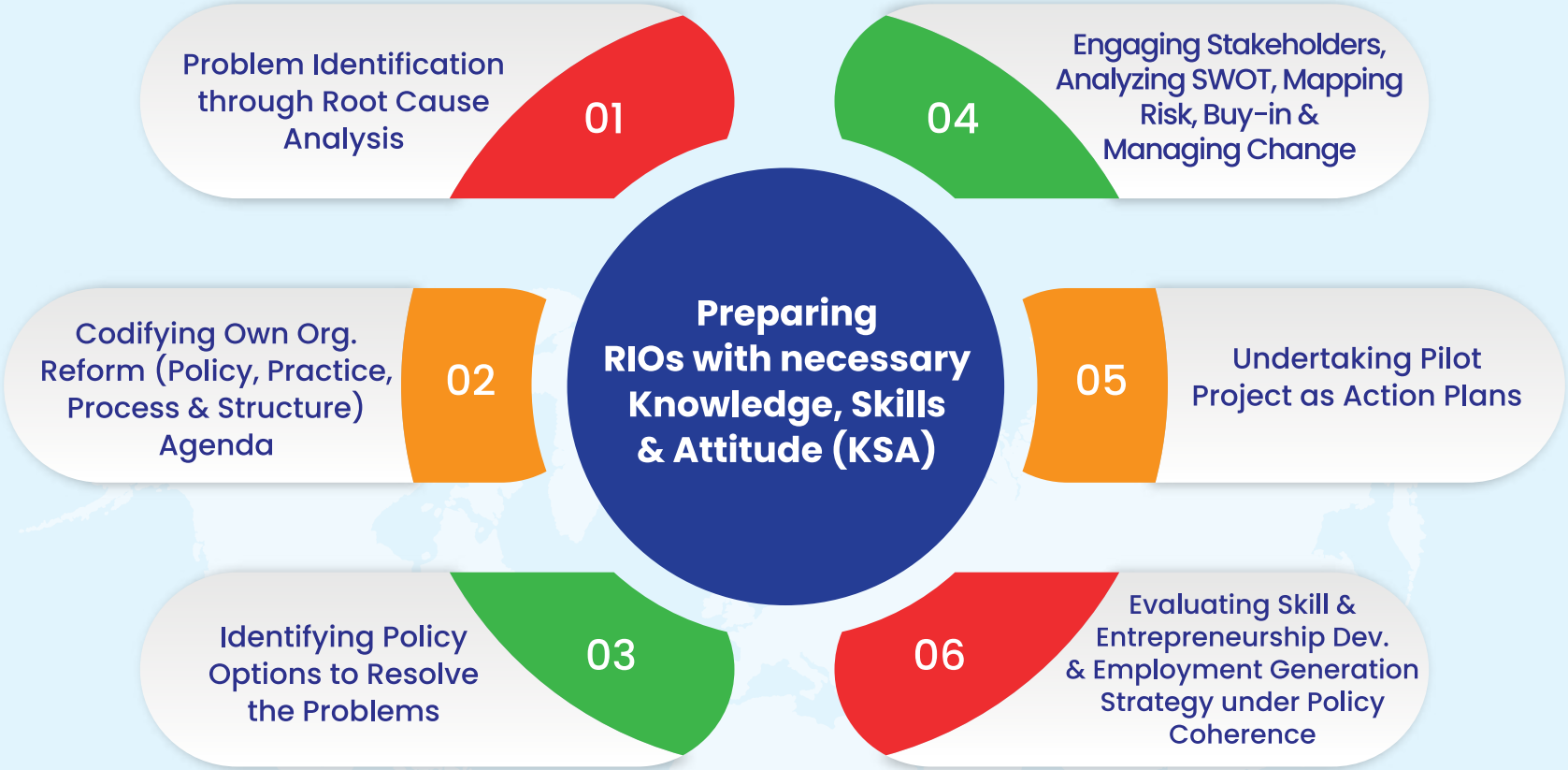

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ